৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প

বিশ্ব ব্যাংকের ৪২ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য ১০ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন দিয়েছে। স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৪২ কোটি টাকা।

বৃহস্পতিবার বিশ্বব্যাংকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঋণ অনুমোদনের কথা ঘোষণা করা হয়। এতে জানানো হয়, এ প্রকল্পের আওতায় ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের ২৫ লাখ নিরক্ষর বয়স্ক ও তরুণকে মৌলিক শিক্ষার 'দ্বিতীয় সুযোগ' দেয়া হবে। বিশ্বব্যাংকের অঙ্গ সংস্থা আইডিএ'র মাধ্যমে এ ঋণ প্রদান করা হবে।

এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২০৪ কোটি টাকা)। এর মধ্যে আইডিএ ১০ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার, এডিবি ২৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার, সুইশ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ৩ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকার ১০ মিলিয়ন ডলার যোগান দেবে।

বিশ্বব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশ জুড়ে শিক্ষার নিম্ন হার বিদ্যমান। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ১৯৯৪ সালে প্রায় ১০০ শতাংশে পৌঁছলেও প্রাথমিক স্কুলে পাঁচ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে তাদের অর্ধেকেরও কম। যারা সম্পন্ন করে, তাদেরও অর্ধেকের বেশি শিক্ষা গ্রহণযোগ্য মান অর্জনে ব্যর্থ হয়। দেশের প্রায় চার কোটি মানুষের নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী প্রচেষ্টার পথে এক বড় বাধা।

বাংলাদেশ সরকার নিরক্ষরতা সমস্যা মোকাবিলায় আনুষ্ঠানিক স্কুল ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েছে এবং ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে দু' হাজার সালের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৩৩ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত করার "উচ্চাভিলাষী" লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

দেশের সবচেয়ে কম শিক্ষার হারসম্পন্ন ও দরিদ্রতম ৩০ জেলাকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। এর মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষা, গণনা এবং পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, নাগরিক অধিকার ও আয়-বৃদ্ধিসহ জীবন-পদ্ধতি উন্নয়ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি প্রদান করা হবে।

এ প্রকল্পের লক্ষ্যগুলো হলো ঃ টার্গেট গ্রুপগুলোর ২৫ লাখ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, এনজিও ও জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

বিশ্বব্যাংক এজেন্ডায় পরিবর্তন

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জেমস ডি উলফেনসন ঘোষণা করেছেন যে, ব্যাংক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্য সরকারগুলোর পাশাপাশি এনজিও, বেসরকারী খাত, কমুনিটি গ্রুপ, সমবায়, নারী সংগঠন এবং দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণের' নীতি অনুসরণ করবে।